২ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

১। আদি কবি কাকে ও কেন বলা হয়?

উত্তর। আদিকাব্য রামায়ণের রচয়িতা বলে বাল্মীকি মুনিকে আদি কবি বলা হয়।

২। রামায়ণের কটি কাণ্ড ও কী কী?

উত্তর। রামায়ণের ৭টি কাণ্ড। সেগুলি হল যথাক্রমে—(১) বালকাণ্ড, (২) অযোধ্যাকাণ্ড (৩) অরণ্যকাণ্ড, (৪) কিস্কিন্ধ্যাকাণ্ড, (৫) সুন্দরকাণ্ড, (৬) লঙ্কাকাণ্ড এবং (৭) উত্তরকাণ্ড।

৩। রামায়ণের কটি কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত ও কী কী?

উত্তর। রামায়ণের দুটি কাণ্ড প্রক্ষিপ্ত। সেগুলি হল বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড।

৪। আদিকবি উচ্চারিত প্রথম শ্লোকটি কী ছিল?

উত্তর। শ্লোকটি হল ঃ—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।"

৫। ম্যাক্‌ডোনেলের মতানুসারে রামায়ণের তিনটি সংস্করণের নাম লেখ।

উত্তর। ম্যাক্‌ডোনেলের মতানুসারে রামায়ণের তিনটি সংস্করণের নাম—উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় বা কাশ্মীরী সংস্করণ, বঙ্গদেশীয় সংস্করণ এবং দক্ষিণ ভারতীয় বা বোম্বাই সংস্করণ।

৬। রামায়ণ অবলম্বনে হিন্দী ভাষায় রচিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম লেখ।

উত্তর। রামায়ণ অবলম্বনে হিন্দী ভাষায় রচিত গ্রন্থ রামচরিতমানস, গ্রন্থকার তুলসীদাস।

৭। মহাভারতকে শতসাহস্রী সংহিতা বলা হয় কেন?

উত্তর। মহাভারতকে শতসাহস্রী সংহিতা বলা হয় কারণ এতে শত সহস্র বা এক লক্ষ শ্লোক আছে।

৮। মহাভারত রচনায় কয়টি স্তর লক্ষ্য করা যায় ও কী কী?

উত্তর। মহাভারত রচনায় তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। সেগুলি হল—সৌত, ব্রাহ্মণ ও নীতিধর্মী বা যতিধর্মী স্তর।

Scanned with CamScanner

৯। হরিবংশ কোন্ মহাকাব্যের অংশবিশেষ? এর বক্তাই বা কে?

উঃ। হরিবংশ মহাভারত মহাকাব্যের অংশবিশেষ। এর বক্তা উগ্রশ্রবা মুনি।

১০। শ্রীমদ্ভাবদগীতা মহাভারতের কোন্ পর্বের অন্তর্গত? ওটি কয়টি অধ্যায়ে

উঃ। শ্রীমদ্ভাবদগীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত। এটি আঠারোটি অধ্যায়ে

১১। মহাভারতের কোন্ টীকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং টীকাকারের নাম কী?

উঃ। মহাভারতের নীলকণ্ঠী টীকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ এবং টীকাকারের নাম নীলকণ্ঠ।

১২। হরিবংশ কয়টি পর্বে বিভক্ত এবং কী কী?

উঃ। হরিবংশ তিনটি পর্বে বিভক্ত এবং তা হল যথাক্রমে হরিবংশ পর্ব, বিষ্ণুপর্ব ও

Scanned with CamScanner

১০ নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। রামায়ণের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। উত্তরকালের ভারতীয় সাহিত্যে ও জনজীবনে বাল্মীকি রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট অপরিসীম। মহাভারতের বনপর্বে, শ্রীমদ্ভাগবতে এবং অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি নানা পুরা রামায়ণের কালজয়ী কাহিনী স্থান লাভ করেছে। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যও রামকাহিনীকে দিতে পারেনি। মহাকবি কালিদাসের কাব্যের বহু শব্দসম্ভার, অলঙ্কার ও চিত্র রামায়ণ থে গৃহীত। তাঁর রঘুবংশ মহাকাব্যের মূল উপজীব্যও রামায়ণ। কালিদাসের রচনাশৈলীর উ রামায়ণের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। হনুমানকে সীতার নিকট দূতরূপে প্রেরণের কাহি কালিদাসের মেঘদূতের প্রেরণা বলে অনেকে মনে করেন। কুমারসম্ভব মহাকাব্যের বসন্ত ব রামায়ণের বসন্ত বর্ণনার প্রভাব সুস্পষ্ট। ভাস ও অশ্বঘোষের উপরও রামায়ণের প্রভাব স ভাসের অভিষেক নাটকের ও প্রতিমা নাটকের উপজীব্য রামায়ণের কাহিনী। বিমলসূরীর রামায়ণ, রাজশেখরের নাটক, ভবভূতির উত্তররামচরিত নাটক, ভট্টিকাব্য, কুমারদ জানকীহরণ, ক্ষেমেন্দ্রের রামায়ণমঞ্জরী প্রভৃতি বহু কাব্য-নাটকেই রামায়ণের অপরিসীম দেখা যায়। বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনেই অধ্যাত্ম-রামায়ণ, বশিষ্ঠ রামায়ণ, অগ্নিবেশ্য রা সপ্তর্ষি রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ প্রভৃতি রচিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় কৃ রামায়ণ, হিন্দীতে তুলসীদাসের রামচরিতমানস, তামিল ভাষায় কাম্বরামায়ণ এবং ভাষায় ভানুভক্তের রামায়ণ মূলত বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনেই রচিত। মধুসূদন

Scanned with CamScanner

মেঘনাদবধ প্রভৃতি অনেক প্রাদেশিক ভাষার কাব্য-সাহিত্যেও রামায়ণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া ভারতের বহু প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণের অনুবাদ হয়েছে।

ভারতীয় জনজীবনে রামায়ণের প্রভাব বহুমুখী। ভারতের সমাজজীবনের আদর্শ এই মহাকাব্যে বিধৃত। দেবমন্দির থেকে পল্লীর নগণ্য মুদিখানা পর্যন্ত সর্বত্র এবং হিন্দুদের ঘরে ঘরে রামায়ণ পাঠ করা হত এবং এখনো বহু স্থানে পাঠ করা হয়। রামায়ণের কাহিনী আবালবৃদ্ধ-বনিতা ভারতবাসীর নিকট চির নবীন ও চির উপাদেয়। শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, পত্নীপ্রেম ও প্রজারঞ্জন, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের ত্যাগ, হনুমানের সেবাপরায়ণতা এবং সীতার পতিভক্তি আজও ভারতে আদর্শরূপে আদৃত হয়। অমঙ্গল দূর করার উদ্দেশ্যে আজও অনেক স্থানে রামায়ণ পাঠ করা হয়। শিবাজী রামায়ণ শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতের রাজনীতি ও শাসনতন্ত্রেরও আদর্শ হতে পারে এই রামায়ণ। অনেকেই রামরাজ্যের আদর্শের কথা ভাবেন। আজও ভারতের মানুষ রামায়ণ পাঠে আনন্দ পায়। রামায়ণের নানা আদর্শে আজও ভারতীয়গণ বিশ্বাস করেন। আজও ভারতবাসী রামায়ণের কাহিনীতে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। রাম, সীতা ও মহাবীর হনুমানের পূজা এবং রামায়ণের কথকতা এখনো ভারতে বহুল প্রচলিত। রামায়ণ অক্ষয় জ্যোতিতে অদ্যাবধি ভারত গগনে ভাস্বররূপে বিরাজমান।

প্রশ্ন ২। রামায়ণের রচনাকাল সম্পর্কে যা জান লেখ।

উত্তর। বর্তমানে যে রূপে আমরা রামায়ণকে পাই তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রথম ও শেষ কাণ্ড এবং অন্য পাঁচটি কাণ্ডের কিছু কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরে অন্য কবি বা কবিগণের সংযোজন বলে আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন। সুতরাং রামায়ণের রচনাকালরূপে মোটামুটি একটি যুগনির্দেশ করা যেতে পারে। বেবার, হুইলার প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে রামায়ণ বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু জ্যাকোবি ও ম্যাক্‌ডোনেলের মতে রামায়ণ প্রাক্-বৌদ্ধযুগের রচনা। কারণ, বৌদ্ধযুগের মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের কোন উল্লেখ রামায়ণে নেই। তাছাড়া বৌদ্ধযুগে অযোধ্যার নাম ছিল সাকেত। আবার রামায়ণে মিথিলা ও বিশালা দুটি পৃথক নগরীরূপে বর্ণিত হয়েছে, অথচ বৌদ্ধযুগে নগরী দুটি মিলিত হয়ে বৈশালী নাম ধারণ করেছিল। তাছাড়া বৌদ্ধযুগে অযোধ্যা রাজ্যের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী, অযোধ্যা নয়। আবার বৌদ্ধযুগে মিথিলা রাজ্যেরই কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এঁদের মতে রামায়ণের যে শ্লোকে রামের মুখে বুদ্ধদেবের নাম পাওয়া যায় সেটি প্রক্ষিপ্ত। ম্যাকডোনেলের মতে রামায়ণ পাণিনির পূর্ববর্তী। কারণ রামায়ণে অনেক অপাণিনীয় প্রয়োগ আছে। আবার কীথের মতে ত্রিপিটক ও পাণিনির নিকট রামায়ণ জ্ঞাত ছিল বলে কোন প্রমাণ নেই। তাঁর মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মূল রামায়ণ রচিত হয়েছিল। বুল্‌কের মতে মূল রামায়ণ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রচিত হয়েছিল।

লোকোত্তর বীরত্ব ও মহত্ত্বের জন্য রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশে রামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতারে পরিণত হয়েছেন। এই পরিবর্তন ঘটতে অন্তত কয়েক শতাব্দী কেটে যায় বলে অনুমান করা চলে। মহাভারতে যে রামোপাখ্যান আছে সেখানেও রাম বিষ্ণুর অবতার। সুতরাং মহাভারতের ঐ অংশ রচিত হবার পূর্বেই রামায়ণ তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জ্যাকোবির মতে মূল রামায়ণ মূল মহাভারতের পূর্ববর্তী। কিন্তু হিবন্‌তারনিৎসের মত ঠিক এর বিপরীত। তবে প্রক্ষিপ্ত অংশসহ রামায়ণের বর্তমান রূপ মহাভারতের বর্তমান রূপের পূর্ববর্তী। তাঁর মতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে মহাভারত রচনা সম্পূর্ণ হয় এবং রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ হয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে।

Scanned with CamScanner

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের চৈনিক সাহিত্য রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বিমলসূরী রচিত 'পউমচরিঅ' রামায়ণের গল্পেরই প্রাকৃত অনুকরণ। এই সময়কার অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের কিছু অংশ রামায়ণের অনুকরণে রচিত এবং এতে রামায়ণের উল্লেখ আছে। তবে রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশে বুদ্ধচরিতের কিছু অনুকরণ থাকতে পারে। এই সকল কারণে প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই রামায়ণ তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছিল। হিবন্‌তারনিৎসের এই মত।

এখন রামায়ণ রচনার শুরু অর্থাৎ মূল রামায়ণের রচনাকাল বিচার করতে হবে। বৈদিক সাহিত্যে রামায়ণ মহাকাব্যের কোন উল্লেখ নেই। কেবল রাম-কাহিনীর কয়েকটি ক্ষীণ উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিপিটক রামায়ণের সাথে পরিচিত ছিল বলে মনে হয় না, তবে রামগাথার কিছু কিছু উল্লেখ এতে আছে। আবার রামায়ণে বৌদ্ধধর্মের কোন প্রভাবও স্পষ্ট নয়। অবশ্য হিবন্‌তারনিৎসের মতে রামের চরিত্রচিত্রণে কিছু বৌদ্ধপ্রভাব আছে। রামায়ণের উপর গ্রীক প্রভাবেরও কোন প্রমাণ নেই। পাণিনি রামায়ণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই সকল কারণে মনে হয় যে, প্রচলিত রামগাথাসমূহের উপর ভিত্তি করে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মূল রামায়ণ রচিত হয়েছিল। হিবন্‌তারনিৎস্ এই মতের পক্ষপাতী। পরে বিবিধ পুরাকাহিনী ও আখ্যান-উপাখ্যান প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকে রামায়ণ তার বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে।

Scanned with CamScanner